দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 27 2008 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

নকলবাজরা কেন এত সাহসী?

নতুন সহস্রাব্দে পা দিয়েছে পৃথিবী। শুরু হয়েছে মেধার প্রতিযোগিতা। দেশে-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চোখে পাড়ার মত নয়। তরুণরাই ভবিষ্যতে চালাবে দেশ। অথচ তরুণদের মেধা ও মননের বিষয়টি এখনও উপেক্ষিত। মেধাবীদের বদলে নকলবাজ তরুণরাই সাহসী হয়ে উঠেছে....

মেধাবী এই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যত্ন নিন

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে নকলের ছড়াছড়ি। পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকাশ্যে নকল করে। শিক্ষকরা থাকেন নির্বিকার। কোথাও যদি শিক্ষক-কর্মকর্তারা একটু সোচ্চার হন সেখানে শুরু হয় ভাঙ্গচুর, জ্বালাও-পোড়াও, সড়ক অবরোধের কর্মসূচী। ছেলে-মেয়েরা নকল করে পরীক্ষা দেয়, আবার পাসও করে। এ জন্য বাবা-মা অভিভাবক মহলের মধ্যে দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বরং বাবা-মা, অভিভাবকেরা স্বয়ং পরীক্ষার হলে ছুটে যান নকল সরবরাহের জন্য। তাদের কাছে সন্তানের পাস করাই হল বড় কথা। এমনও দেখা যায়, ছেলে অথবা মেয়ে নকল করে পরীক্ষায় পাস করেছে। পরিবারের লোকজন একথা জানার পরও ছুটে যান মিষ্টির দোকানে। ছেলে অথবা মেয়ের পরীক্ষা পাসের খবর শুনে কখনও কখনও আনন্দ অনুষ্ঠান করেন। আবার এমন ঘটনাও ঘটছে। ছেলে অথবা মেয়ে পাস করতে পারেনি। সর্বনাশ প্রেস্টিজ যায় যায় অবস্থা। খোঁজ-খবর শুরু হয়ে যায় কোথায় পাওয়া যাবে জাল সার্টিফিকেট, মার্কশীট। পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর জন্য জাল সার্টিফিকেট পাওয়া আজকাল নাকি কোন ব্যাপারই না। মাদ্রাসার পূজনীয় শিক্ষকও আজকাল এই কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সম্প্রতি কাওরান বাজারের চিপা গলির এক হোটেল থেকে এক দাড়িওয়ালা শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি হোটেলের একটি কক্ষে সার্টিফিকেট প্রদানের কারখানা খুলে বসেছিলেন। অনেকটা ফ্যাল কড়ি মাখ তেলের মত। টাকা দাও, সার্টিফিকেট-মার্কশীট নিয়ে যাও। এক এক

তারুণ্য

ডিভিশনের এক এক মূল্য। সম্প্রতি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পরীক্ষায় পাস না করেও একদল ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মূল অবলম্বন ছিল জাল ভুয়া সার্টিফিকেট মার্কশীট। বীরদর্পে তারা কলেজে ভর্তি হয়েছিল। আবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বোর্ডের ফরম ফিলাপ করেছে। কথায় আছে চোরের ৭দিন সাধুর একদিন। জাল সার্টিফিকেটে পরীক্ষা দেওয়ার জারি-জুরি ধরা পড়েছে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এটিএম শরীফুল্লাহ'র নির্দেশে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুনঃ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে ৬ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর সার্টিফিকেট ভুয়া। এরা এসএসসি পাস না করে ভুয়া সার্টিফিকেট কিনে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মামলায় ছাত্র-ছাত্রীরা দোষী প্রমাণিত হলে ৭ থেকে ৮ বছরের জেল হতে পারে।

পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন করা একদল তরুণের যেন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৮ সালের অনার্স পার্ট ৩ ফাইনাল পরীক্ষা পিছানোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর শুরু হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এই পরীক্ষা ইতিপূর্বে ২ বার পিছানো হয়েছিল। আবারও পিছানোর দাবী উঠায় শুরু হয়ে যায় অসুস্থ পরিবেশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ধারণা ৭৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২/৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা পিছানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ধারণা এরা কখনই পড়াশুনায় মনযোগী ছিল না। এবার পরীক্ষা পিছালে ওরা লাই পেয়ে যেত। কয়েকদিন পর আবার পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন শুরু করে দিত। ভাগ্য ভাল আন্দোলন থেমে গেছে। পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ছাত্র-বন্ধুদের নিকট একটি প্রশ্ন, পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন করাটা কি ঠিক? অনেকেই হয়তো পাল্টা প্রশ্ন করবেন কোর্স শেষ না করে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করলে তা কি মেনে নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। ছাত্র বন্ধুরা, এই ব্যাপারে সোচ্চার হোন।

একটি কথা, নকলবাজ তরুণদের যেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই তেমনি ভুয়া সার্টিফিকেটধারী ছাত্র-ছাত্রীর জীবনেও কোন মূল্য নেই। ঢাকা বোর্ড একটি বড় দায়িত্ব পালন করছে। বহুদিন পরেও ভুয়া সার্টিফিকেটধারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। এজন্য ধন্যবাদ ঢাকা বোর্ডকে। কিন্তু পাশাপাশি ভুয়া সার্টিফিকেট সরবরাহকারীচক্রকে অবিলম্বে সমূলে বিনাশ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই ন্যাক্কারজনক সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

❑ রেজানুর রহমান